ক বিভাগ- রচনামূলক প্রশ্ন : গ্রন্থ পরিচিতি

গ্রন্থ পরিচিতি সূচিপত্র

١ .ما هو الاسم الحقيقي لكتاب "أصول البزدوي"؟ وما المعنى لهذا الاسم؟ (“উসূলে বাযদাবী” কিতাবের আসল নাম কী? এবং এ নামের অর্থ কী?)
٢ .بيّن أهمية كتاب "أصول البزدوي" في المنهج الأصولي الحنفي. (হানাফী উসূলুল ফিকহ-এর পদ্ধতি (মানহাজ)-এ “উসূলে বাযদাবী” কিতাবের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।)
٣ .لماذا سُمّي كتاب "أصول البزدوي" بـ "أسماء المجتهدين"؟ (কিতাবটির আসল নাম ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এটিকে “উসূলে বাযদাবী” নামে কেন নামকরণ করা হয়?)
٤ .اذكر أهم أقسام كتاب "أصول البزدوي" وموضوعاتها الرئيسية. (“উসূলে বাযদাবী” কিতাবের প্রধান প্রধান ভাগ এবং তাদের মূল আলোচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ কর।)
٥ .ما هي مميزات كتاب "أصول البزدوي" التي جعلته مرجعاً هاماً؟ (“উসূলে বাযদাবী” কিতাবের কোন বৈশিষ্ট্যগুলো এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মারাজি‘ (রেফারেন্স) গ্রন্থে পরিণত করেছে?)
٦ .اذكر اسم الشرح المشهور لكتاب "أصول البزدوي" ومؤلفه وعصره. (“উসূলে বাযদাবী” কিতাবের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থের (শরহ) নাম, তার রচয়িতা এবং তার যুগ উল্লেখ কর।)
٧ -هل هناك كتب حواشي أو مختصرات مشهورة على هذا الكتاب؟ اذكر واحدا مثالا. (এই কিতাবের উপর কি কোনো প্রসিদ্ধ টীকাগ্রন্থ (হাশিয়া) বা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ (মুখতাসার) রয়েছে? একটি উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ কর।)
٨ .قارن بين "أصول البزدوي" وكتاب أصولي آخر من كتب الحنفية باختصار. (সংক্ষেপে “উসূলে বাযদাবী” এবং হানাফী মাযহাবের অন্য একটি উসূলুল ফিকহের কিতাবের মধ্যে তুলনা কর।)
٩ .ما هي الانتقادات التي وُجّهت إلى منهج الإمام البزدوي في هذا الكتاب؟ (কী কীভাবে ইমাম বাদাওয়ী (র)-এর পদ্ধতির উপর কী সমালোচনা উত্থাপিত হয়েছে?)
١٠ .بيّن مدى انتشار كتاب "أصول البزدوي" في المدارس الإسلامية وما هو سبب اعتماده؟ (ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে “উসূলে বাযদাবী” কিতাবের ব্যাপকতা ব্যাখ্যা কর এবং এর নির্ভরতার কারণ কী?)

প্রশ্ন-১: "উসূলে বাযদাবী" কিতাবের আসল নাম কী? এবং এ নামের অর্থ কী? (ما هو الاسم الحقيقي لكتاب "أصول البزدوي"؟ وما المعنى لهذا الاسم؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি শরিয়তের দলিল ও বিধানাবলী অনুধাবনের জন্য 'উসুলুল ফিকহ' বা ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। হানাফি মাজহাবের উসুল শাস্ত্রের ইতিহাসে যে গ্রন্থটি মধ্যমণি হিসেবে স্বীকৃত এবং যা হানাফি উসুলের স্তম্ভস্বরূপ, তা হলো লোকমুখে প্রচলিত 'উসুলুল বাযদাবী'। এই গ্রন্থটি হানাফি ফিকহ ও উসুলের ক্রমবিকাশে অসামান্য অবদান রেখেছে। তবে গ্রন্থটি 'উসুলুল বাযদাবী' নামে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হলেও এর রচয়িতা মহান ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.) এর জন্য একটি অত্যন্ত অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ আসল নাম নির্ধারণ করেছিলেন। নিম্নে কিতাবের আসল নাম এবং সেই নামের অর্থ ও তাৎপর্য বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. কিতাবের আসল নাম (الاسم الحقيقي للكتاب):

সাধারণত প্রাচীন গ্রন্থগুলো লেখকের নামের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করে। যেমন—সহিহ বুখারি, তাফসিরে তাবারী ইত্যাদি। ঠিক তেমনিভাবে আলোচ্য গ্রন্থটিও লেখকের নিসবত বা উপাধি 'বাযদাবী' অনুসারে 'উসুলুল বাযদাবী' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এটি কিতাবটির 'উরফি নাম' (الاسم العرفي) বা প্রচলিত নাম।

তবে গ্রন্থকারের দেওয়া কিতাবটির আসল বা **'তাওকিফি নাম'** (الاسم التوقيفي) হলো:

"কান্যুল উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল" (كَنْزُ الْوُصُولِ إِلَى مَعْرِفَةِ الْأُصُولِ)।

অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি এবং শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থে (যেমন—কাশফুল আসরার) এই নামটিই লিপিবদ্ধ রয়েছে। হানাফি উসুলের শিক্ষার্থীদের নিকট এটি একটি অমূল্য রত্নভাণ্ডার হিসেবে বিবেচিত হয়।

২. নামের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ (المعنى اللغوي والاصطلاحي للاسم):

ইমাম বাযদাবী (রহ.) অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে এই নামটি নির্বাচন করেছেন। নামের প্রতিটি শব্দের মধ্যেই কিতাবের বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। নিম্নে শব্দগুলোর বিশ্লেষণ করা হলো:

- (ক) আল-কানয (الْكَنْزُ):

আরবি 'কানয' শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো ধনভাণ্ডার, গুপ্তধন বা সঞ্চিত সম্পদ। পারিভাষিক অর্থে, এমন মূল্যবান বস্তু যা মাটির নিচে বা সুরক্ষিত স্থানে জমা রাখা হয়। ইমাম বাযদাবী তাঁর কিতাবকে 'কানয' বা গুপ্তধন বলেছেন। কারণ, এই কিতাবের মধ্যে শরিয়তের এমন সব মূলনীতি জমা করা হয়েছে, যা জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীর জন্য দুনিয়াবি ধন-সম্পদের চেয়েও দামী।

- (খ) আল-উসুল (الْوُصُولِ):

'উসুল' শব্দটি 'ওয়াসলুন' (وصل) ধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো পৌঁছানো, গন্তব্যে আসা বা মিলন। এখানে 'উসুল' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শরিয়তের সঠিক জ্ঞানে পৌঁছানো।

- (গ) মা'রিফাহ (مَعْرِفَةِ):

'মা'রিফাহ' শব্দের অর্থ হলো গভীর জ্ঞান, পরিচয় বা তত্ত্বজ্ঞান। সাধারণ জানাকে 'ইলম' বলা হয়, কিন্তু কোনো কিছুর স্বরূপ বা হাকিকত অনুধাবন করাকে 'মা'রিফাহ' বলা হয়।

- (ঘ) আল-উসূল (الْأُصُولِ):

এখানে 'উসুল' শব্দটি 'আসলের' বহুবচন। এর অর্থ হলো মূল, ভিত্তি বা শিকড়। পরিভাষায় এখানে 'উসুলুল ফিকহ' বা ইসলামি শরিয়তের মূলনীতিসমূহ (যেমন— কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস) বোঝানো হয়েছে।

নামের সামগ্রিক অর্থ:

সুতরাং, "কানযুল উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল"-এর সামগ্রিক অর্থ দাঁড়ায়:

"উসূল বা মূলনীতিসমূহের গভীর তত্ত্বজ্ঞানে পৌঁছানোর জন্য (এই কিতাবটি হলো) এক বা পৌঁছানোর মাধ্যম/ধনভাণ্ডার।"

সহজ কথায়, শরিয়তের মূলনীতিগুলোকে সঠিকভাবে চেনা ও জানার জন্য এই কিতাবটি একটি চাবিকাঠি বা বাহনতুল্য সম্পদ।

৩. নামকরণের সার্থকতা ও তাৎপর্য (أهمية التسمية ومغزاها):

ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.) কেন এমন নাম রাখলেন, তার পেছনে গভীর তাৎপর্য রয়েছে:

- **তাত্ত্বিক ভাণ্ডার:** নামটির মাধ্যমে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এই কিতাবে হানাফি মাজহাবের পূর্ববর্তী ইমামদের (ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.) বিক্ষিপ্ত নীতিগুলো একজায়গায় 'সঞ্চিত' বা জমা (কানয) করা হয়েছে। এটি পাঠ করলে অন্য কোনো কিতাবের মুখাপেক্ষী হতে হয় না।

- **গন্তব্যে পৌঁছানোর মাধ্যম:** উসুল শাস্ত্র অত্যন্ত কঠিন ও জটিল। অনেক শিক্ষার্থী মাঝপথে খেই হারিয়ে ফেলে। কিন্তু এই কিতাবটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যা শিক্ষার্থীকে নিরাপদে তার গন্তব্যে অর্থাৎ ফিকহী জ্ঞানে পৌঁছে দেয় (উসুল)।

- **বাস্তবসম্মত জ্ঞান:** তিনি নামের শেষে 'মারিফাতিল উসুল' যুক্ত করে বুঝিয়েছেন যে, কেবল মুখস্থ করলেই হবে না, বরং উসুলের 'মা'রিফাহ' বা গভীর উপলব্ধি অর্জন করতে হবে। এই কিতাব সেই উপলব্ধির দরজাই খুলে দেয়।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'উসুলুল বাযদাবী' বা 'কানযুল উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল' কেবল একটি বইয়ের নাম নয়, বরং এটি হানাফি মাজহাবের গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক। এর নামটি যেমন জাঁকজমকপূর্ণ, এর বিষয়বস্তুও তেমনি সমৃদ্ধ। নামটির যথার্থতা বিচার করলে দেখা যায়, আসলেই এটি উসুল শাস্ত্রের এক অফুরন্ত ধনভাণ্ডার, যা অধ্যয়ন করে যুগ যুগ ধরে হাজারো আলেম ফিকহী গভীরতা অর্জন করে আসছেন। এই নামকরণের মাধ্যমেই গ্রন্থকার তাঁর কিতাবের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ছাত্রদের সামনে পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

প্রশ্ন-২: হানাফী উসূলুল ফিকহ-এর পদ্ধতি (মানহাজ)-এ "উসূলে বাযদাবী" কিতাবের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
(بيّن أهمية كتاب "أصول البزدوي" في المنهج الأصولي الحنفي.)

উত্তর:

ভূমিকা:
ইসলামি আইনশাস্ত্র বা ফিকহ শাস্ত্রের ভিত্তি হলো 'উসুলুল ফিকহ'। হানাফি মাজহাবের উসুল শাস্ত্রের ইতিহাসে ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.) রচিত 'কানজুল উসুল' বা 'উসুলুল বাযদাবী' (أصول البزدوي) গ্রন্থটি এক অনন্য উচ্চতায় আসীন। হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত এই গ্রন্থটি হানাফি উসুলের পদ্ধতি বা 'মানহাজ' বিনির্মাণে এতটাই প্রভাবশালী ভূমিকা রেখেছে যে, পরবর্তী প্রায় সকল হানাফি উসুলবিদ এই কিতাবকে তাদের গবেষণার মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। হানাফি মাজহাবের অস্তিত্ব রক্ষা, বিকাশ এবং এর তাত্ত্বিক ভিত্তি মজবুত করার ক্ষেত্রে এই কিতাবের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে হানাফি মানহাজে এই কিতাবের গুরুত্ব বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

হানাফি উসূলের মানহাজে 'উসূলে বাযদাবী'-এর গুরুত্ব:
১. ফকিহদের পদ্ধতির (Tariqat al-Fuqaha) পূর্ণাঙ্গ রূপদান:

উসুল রচনার ইতিহাসে দুটি প্রধান পদ্ধতি রয়েছে। একটি হলো মুতাকাল্লিমিনদের (শাফেয়ী) পদ্ধতি, আরেকটি হলো ফকিহদের (হানাফি) পদ্ধতি। 'উসুলুল বাযদাবী' হলো ফকিহদের পদ্ধতির বা 'তরিকাতুল ফুকাহা' (طريقة الفقهاء)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল।

- **পদ্ধতিগত স্বাতন্ত্র্য:** এই কিতাবে ইমাম বাযদাবী (রহ.) আগে উসুল বা নিয়ম তৈরি করে পরে মাসআলা মেলানোর চেষ্টা করেননি। বরং তিনি ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর হাজার হাজার ফতোয়া বা 'ফুরু' (শাখা মাসআলা) থেকে গবেষণা করে মূলনীতি বা 'উসুল' বের করে এনেছেন।

- **গুরুত্ব:** এই পদ্ধতির কারণে হানাফি ফিকহ বাস্তবতা বিবর্জিত হয়নি। কিতাবটি প্রমাণ করেছে যে, হানাফি উসুল কোনো তাত্ত্বিক দর্শন নয়, বরং

তা বাস্তব সমস্যার সমাধান। একে বলা হয় **"ইস্তিখরাজুল উসুল মিনাল ফুরু"** (استخراج الأصول من الفروع)।

২. হানাফি মাজহাবের দলিল প্রমাণীকরণ:
একটা সময় বিরোধীরা প্রচার করত যে, হানাফি মাজহাবের কোনো শক্ত উসুল নেই, এটি শুধুই যুক্তি বা কিয়াসের ওপর নির্ভরশীল। ইমাম বাযদাবী (রহ.) তাঁর এই কিতাবের মাধ্যমে সেই অপবাদ ঘুচিয়ে দিয়েছেন।

- তিনি কিতাবুল্লাহ (কুরআন) এবং সুন্নাহর (হাদিস) অকাট্য দলিল দিয়ে হানাফি মাজহাবের প্রতিটি উসুল প্রমাণ করেছেন।
- তিনি দেখিয়েছেন যে, হানাফি মাজহাবের 'খাস', 'আম', 'আমর', 'নাহি' ইত্যাদি উসুলি আলোচনা সরাসরি কুরআনের ভাষা ও ব্যাকরণ থেকে উৎসারিত।

আরবিতে এর গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়:

"هو الكتاب الذي حفظ المذهب الحنفي من الضياع وأقام دعائمه."

(এটি সেই কিতাব যা হানাফি মাজহাবকে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছে এবং এর স্তম্ভগুলোকে দাঁড় করিয়েছে।)

৩. পরবর্তী গ্রন্থাবলীর ভিত্তি (আসলুল উসুল):

হানাফি উসুলের ইতিহাসে 'উসুলুল বাযদাবী' পরবর্তী সকল কিতাবের 'মা' বা জননী হিসেবে গণ্য হয়। ইমাম বাযদাবীর পর যারাই হানাফি উসুল নিয়ে কলম ধরেছেন, তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই কিতাবের ওপর নির্ভর করেছেন।

- বিশ্ববিখ্যাত কিতাব **'আল-মানার'** (ইমাম নাসাফী), **'আত-তাওদিহ'** (সদরুশ শরিয়াহ) এবং **'নুরুল আনওয়ার'** (মোল্লা জিওন)—সবগুলোর মূল উৎস হলো এই 'উসুলুল বাযদাবী'।
- হাজি খলিফা (রহ.) তাঁর 'কাশফুয যুনুন' গ্রন্থে বলেন:

"ইমাম ফখরুল ইসলামের এই কিতাবটি বরকতময় এবং এতে রয়েছে প্রচুর উপকারিতা। শায়খরা এই কিতাবের ওপর আমল করার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়তেন।"

৪. বিতর্ক ও যুক্তির অবতারণা (মুনাজারা):

'উসুলুল বাযদাবী'র আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এতে 'ইলমুল মুনাজারা' বা বিতর্ক বিদ্যার প্রবর্তন করা হয়েছে। ইমাম বাযদাবী কেবল হানাফি মতবাদ তুলে ধরেননি, বরং শাফেয়ী ও মুতাজিলা সম্প্রদায়ের যুক্তিগুলো খণ্ডন করেছেন।

- তিনি প্রতিপক্ষের দলিলের অসারতা প্রমাণ করে হানাফি মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন।
- এর ফলে হানাফি ছাত্ররা শিখতে পেরেছে কীভাবে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নিজেদের মাজহাবের পক্ষে দলিল পেশ করতে হয়। এটি হানাফি মানহাজকে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে জয়ী হতে সাহায্য করেছে।

৫. ফিকহ ও উসুলের সমন্বয়:
অন্যান্য অনেক উসুলের কিতাব পড়লে মনে হয় সেগুলো শুধুই ব্যাকরণ বা দর্শন। কিন্তু 'উসুলুল বাযদাবী' পড়লে ফিকহ এবং উসুলের নিবিড় সম্পর্ক বোঝা যায়। ইমাম বাযদাবী প্রতিটি উসুল বা নিয়ম বর্ণনা করার সাথে সাথে তার স্বপক্ষে ফিকহী দৃষ্টান্ত (Furu') পেশ করেছেন। এতে করে ফকিহ বা মুফতিদের জন্য ইজতিহাদ করা সহজ হয়ে গেছে।

৬. ব্যাপকতা ও পূর্ণাঙ্গতা:
এই কিতাবে শরিয়তের চারটি মূল দলিল (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস) ছাড়াও ইসতিহসান, উরফ, সাহাবীর কওল ইত্যাদি গৌণ দলিল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হানাফি মানহাজে এই দলিলগুলোর প্রয়োগক্ষেত্র কোথায়, তা এই কিতাবেই সবচেয়ে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

উপসংহার:
পরিশেষে বলা যায়, হানাফি উসুল শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ ও প্রতিষ্ঠায় 'উসুলুল বাযদাবী'-এর গুরুত্ব হিমালয়তুল্য। এটি হানাফি মাজহাবের পদ্ধতি বা মানহাজকে একটি বিজ্ঞানসম্মত ও শক্তিশালী রূপ দিয়েছে। ইমাম বাযদাবী (রহ.) এই কিতাবের মাধ্যমে পূর্ববর্তী ইমামদের গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করে উম্মাহর জন্য সহজ করে দিয়েছেন। তাই যুগ যুগ ধরে আলেম সমাজ এই কিতাবকে হানাফি উসুলের 'সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য দলিল' হিসেবে গ্রহণ করে আসছেন। হানাফি ফিকহ বুঝতে হলে এই কিতাব অধ্যয়নের কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন-৩: কিতাবটির আসল নাম ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এটিকে "উসূলে বাযদাবী" নামে কেন নামকরণ করা হয়?

(لماذا سُمّي كتاب "أصول البزدوي" بـ "أسماء المجتهدين"؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি শরিয়তের গ্রন্থাবলীর ইতিহাসে একটি সাধারণ রীতি লক্ষ্য করা যায় যে, অনেক সময় কিতাবের মূল বা আসল নামের চেয়ে সেটি লেখকের নামে বা অন্য কোনো উপনামে অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। হানাফি মাজহাবের উসুল শাস্ত্রের কালজয়ী গ্রন্থ 'কানযুল উসুল ইলা মা'রিফাতিল উসুল'-এর ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে। গ্রন্থকার ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.) কিতাবটির একটি অর্থবহ নাম রাখলেও সর্বমহলে এটি 'উসুলুল বাযদাবী' (أصول البزدوي) নামেই পরিচিত। আসল নাম ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও কেন এটি এই নামে প্রসিদ্ধ হলো, তার পেছনে বেশ কিছু যৌক্তিক ও ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। নিম্নে সেই কারণগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

'উসূলে বাযদাবী' নামকরণের কারণসমূহ:

১. গ্রন্থকারের দিকে সম্পৃক্তকরণ (النِّسْبَةُ إِلَى الْمُؤَلِّفِ):

ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটি একটি বহুল প্রচলিত প্রথা যে, কোনো কিতাবকে তার লেখকের দিকে সম্পৃক্ত করে নামকরণ করা হয়। বিশেষ করে যখন লেখক অত্যন্ত উঁচু মাকামের অধিকারী হন।

- যেমন: ইমাম বুখারি (রহ.)-এর কিতাবের আসল নাম 'আল-জামিউস সহিহ' হওয়া সত্ত্বেও তা 'সহিহ বুখারি' নামে পরিচিত।
- ঠিক তেমনিভাবে, ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.) ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ফকিহ ও উসুলবিদ। তাই মানুষ শ্রদ্ধাভরে এবং সহজে চেনার জন্য কিতাবটিকে তাঁর নিসবত বা উপাধি 'বাযদাবী'-এর দিকে সম্পৃক্ত করে **'উসুলুল বাযদাবী'** বলা শুরু করে। কালক্রমে এই নামটিই মূল নামের জায়গা দখল করে নেয়।

২. সংক্ষিপ্ততা ও সহজবোধ্যতা (الْاِخْتِصَارُ وَالسُّهُولَةُ):

কিতাবটির আসল নাম "কানযুল উসুল ইলা মা'রিফাতিল উসুল" বেশ দীর্ঘ। সাধারণ ছাত্র বা গবেষকদের জন্য বারবার এই দীর্ঘ নাম উচ্চারণ করা বা লেখা কষ্টসাধ্য।

- পক্ষান্তরে, **'উসুলুল বাযদাবী'** নামটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও শ্রুতিমধুর।

- মানুষের স্বভাব হলো কঠিন ও দীর্ঘকে বর্জন করে সহজ ও সংক্ষিপ্তকে গ্রহণ করা। তাই মুখে মুখে প্রচারের সুবিধার্থে দীর্ঘ নামটি পরিত্যক্ত হয়ে সংক্ষিপ্ত নামটিই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। একে পরিভাষায় 'উরফি নাম' বা প্রচলিত নাম বলা হয়।

৩. বিষয়বস্তু ও লেখকের পরিচয় স্পষ্টকরণ (بَيَانُ الْمَوْضُوعِ وَالْمُؤَلِّفِ):
'উসূলুল বাযদাবী' নামটির মাধ্যমে একই সাথে কিতাবের বিষয়বস্তু এবং লেখকের পরিচয়—উভয়টি ফুটে ওঠে।

- **'উসূল'** শব্দটি দ্বারা বোঝা যায় যে, এটি উসূল বা মূলনীতি বিষয়ক কিতাব।
- 'বাযদাবী' শব্দটি দ্বারা বোঝা যায় যে, এটি মহান ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর রচিত।

ফলে পাঠক মাত্রই নাম শুনে কিতাব সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেয়ে যান। আসল নামে এই পরিচয়টি কিছুটা প্রচ্ছন্ন বা লুকায়িত থাকে।

৪. অন্যান্য উসূলের কিতাব থেকে পার্থক্যকরণ (التَّمْيِيزُ):
সে যুগে হানাফি মাজহাবের আরও অনেক ইমাম উসূল শাস্ত্রের ওপর কিতাব লিখেছিলেন। যেমন—উসূলুল কারখি, উসূলুল জাসসাস, উসূলুস সারাখসি ইত্যাদি।

- যদি কিতাবটিকে শুধু 'আল-উসূল' বা 'কানযুল উসূল' বলা হতো, তবে অন্য কিতাবের সাথে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। (কেননা 'কানয' নামে আরও কিতাব থাকতে পারে)।
- তাই এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে **'উসূলুল বাযদাবী'** নামটি ব্যবহার করা হয়, যাতে অন্য ইমামদের কিতাব থেকে একে আলাদা করা যায়।

৫. ইমামের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা (شُهْرَةُ الْإِمَامِ):
ইমাম বাযদাবী (রহ.) ছিলেন 'ফখরুল ইসলাম' বা ইসলামের গর্ব। তাঁর পাণ্ডিত্য ও গ্রহণযোগ্যতা এতই ব্যাপক ছিল যে, তাঁর নামটিই ছিল একটি 'ব্র্যান্ড' বা আস্থার প্রতীক।

- যখন কোনো কিতাবের গায়ে তাঁর নাম যুক্ত থাকে, তখন পাঠকরা নিঃসন্দেহে সেই কিতাবটি গ্রহণ করে।

- কিতাবের বিষয়বস্তুর চেয়ে লেখকের ব্যক্তিত্ব যখন পাঠকের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন লেখকের নামেই কিতাব পরিচিতি পায়। এই কিতাবের ক্ষেত্রেও ইমামের ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তা কিতাবের আসল নামকে ছাপিয়ে গেছে।

৬. পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তি (الْمُقَرَّرُ الدِّرَاسِيُّ):
শত শত বছর ধরে দ্বীনি মাদরাসাগুলোর পাঠ্যসূচিতে বা 'দরসে নিজামি'-তে এই কিতাবটি পড়ানো হচ্ছে। উস্তাদ ও ছাত্ররা পাঠদানের সুবিধার জন্য সর্বদা 'উসুলুল বাযদাবী' নামেই একে সম্বোধন করে আসছেন। এই দীর্ঘদিনের অভ্যাসের কারণে আসল নামটি কিতাবের ভেতরেই থেকে গেছে, আর 'উসুলুল বাযদাবী' নামটি মানুষের হৃদয়ে গেঁথে গেছে।

উপসংহার:
পরিশেষে বলা যায়, যদিও ইমাম বাযদাবী (রহ.) তাঁর এই অমূল্য গ্রন্থটির নাম রেখেছিলেন 'কানযুল উসুল ইলা মা'রিফাতিল উসুল', কিন্তু ব্যবহারিক সুবিধা, লেখকের প্রতি সম্মান এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের কারণে এটি 'উসুলুল বাযদাবী' নামেই অমরত্ব লাভ করেছে। নামের এই পরিবর্তন কিতাবের মর্যাদাকে বিন্দুমাত্র কমায়নি, বরং 'বাযদাবী' শব্দটি যুক্ত হওয়ায় এর গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। হানাফি ফিকহ চর্চাকারীদের নিকট এই নামটি এক আবেগের নাম, যা উচ্চারণের সাথে সাথে ইলমের এক বিশাল ভাণ্ডারের কথা মনে পড়ে যায়।

প্রশ্ন-৪: "উসূলে বাযদাবী" কিতাবের প্রধান প্রধান ভাগ এবং তাদের মূল আলোচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ কর।
(اذكر أهم أقسام كتاب "أصول البزدوي" وموضوعاتها الرئيسية.)

উত্তর:

ভূমিকা:

হানাফি মাজহাবের উসুল শাস্ত্রের এক অনন্য সংকলন হলো ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.) রচিত 'কানযুল উসুল' বা 'উসুলুল বাযদাবী'। এই কিতাবটি ইসলামি শরিয়তের দলিল ও বিধানাবলি আহরণের পদ্ধতি বা মূলনীতি নিয়ে রচিত। ইমাম বাযদাবী (রহ.) অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কিতাবটি বিন্যস্ত করেছেন। তিনি শরিয়তের চারটি মূল দলিল—কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস—কে কেন্দ্র করে কিতাবের প্রধান ভাগগুলো সাজিয়েছেন এবং এর সাথে আনুষঙ্গিক জটিল বিষয়গুলো যুক্ত করেছেন। নিম্নে কিতাবের প্রধান প্রধান ভাগ ও আলোচ্য বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

'উসূলে বাযদাবী' কিতাবের প্রধান ভাগ ও আলোচ্য বিষয়:

ইমাম বাযদাবী (রহ.) তাঁর কিতাবটিকে মূলত প্রধান চারটি স্তম্ভ বা অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন এবং প্রতিটি অধ্যায়ের অধীনে অসংখ্য পরিচ্ছেদ বা 'ফসল' বিন্যস্ত করেছেন।

১. কিতাবুল্লাহ বা আল-কুরআন বিষয়ক আলোচনা (بَحْثُ الْكِتَابِ):

এটি কিতাবের প্রথম এবং সবচেয়ে বৃহৎ অংশ। এখানে তিনি পবিত্র কুরআনের শব্দাবলী বা 'নজম' থেকে অর্থ বের করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই অংশটিকে তিনি চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করেছেন:

- **শব্দের গঠন ও অর্থের ব্যাপকতা (فِي وَضْعِ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَى):** এখানে খাস (নির্দিষ্ট), আম (ব্যাপক), মুশতরাক (যৌথ অর্থবোধক) ও মুআওয়াল (ব্যাখ্যাকৃত) শব্দ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
- **শব্দের ব্যবহার পদ্ধতি (فِي طَرِيقِ الْاِسْتِعْمَالِ):** শব্দ ব্যবহারের দিক থেকে চার প্রকার—হাকিকত (প্রকৃত অর্থ), মাজাজ (রূপক অর্থ), সরিহ (স্পষ্ট) ও কিনায়া (অস্পষ্ট বা ইঙ্গিতবহ) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
- **অর্থের স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা (فِي ظُهُورِ الْمَعْنَى وَخَفَائِهِ):** অর্থের প্রকাশ বা অস্পষ্টতার ভিত্তিতে শব্দগুলোকে জহির, নস, মুফাসসার, মুহকাম এবং

খফি, মুশকিল, মুজমাল, মুতাশাবিহ—এই আট ভাগে ভাগ করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

- **অর্থ নির্গত করার পদ্ধতি (فِي وُجُوهِ الْوُقُوفِ عَلَى الْمَعْنَى):** অর্থাৎ একটি বাক্য বা শব্দ কীভাবে অর্থ প্রদান করে। এখানে ইবারাতুন নস, ইশারাতুন নস, দালালাতুন নস ও ইকতিজাউন নস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২. সুন্নাহ বা হাদিস বিষয়ক আলোচনা (بَحْثُ السُّنَّةِ):
দ্বিতীয় প্রধান ভাগে তিনি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস 'সুন্নাহ' বা হাদিস নিয়ে আলোচনা করেছেন।

- **হাদিসের প্রকারভেদ:** সনদের ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে হাদিসকে মুতাওয়াতির, মাশহুর ও খবরে ওয়াহিদ—এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন।
- **বর্ণনাকারীর যোগ্যতা:** হাদিস গ্রহণ করার জন্য রাবি বা বর্ণনাকারীর কী কী গুণাবলী (যেমন—ন্যায়পরায়ণতা, স্মৃতিশক্তি) থাকা প্রয়োজন, তা এখানে আলোচিত হয়েছে।
- **হাদিসের গ্রহণ ও বর্জন:** কোন হাদিস আমলযোগ্য এবং কোনটি বর্জনীয়, তা নিরূপণের মূলনীতি শেখানো হয়েছে।

৩. ইজমা বা ঐকমত্য বিষয়ক আলোচনা (بَحْثُ الْإِجْمَاعِ):
তৃতীয় ভাগে শরিয়তের তৃতীয় উৎস 'ইজমা' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

- **সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ:** ইজমা কাকে বলে, সাহাবীদের ইজমা ও পরবর্তী যুগের আলেমদের ইজমার মান এবং গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
- **দলিল হিসেবে মর্যাদা:** ইজমা যে অকাট্য দলিল এবং তা অস্বীকারকারীর বিধান কী, সে বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

৪. কিয়াস বা যুক্তি বিষয়ক আলোচনা (بَحْثُ الْقِيَاسِ):
চতুর্থ ভাগে শরিয়তের চতুর্থ উৎস 'কিয়াস' নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে।

- **কিয়াসের রুকন ও শর্ত:** কিয়াস শুদ্ধ হওয়ার জন্য কী কী শর্ত পূরণ করতে হয়।
- **ইল্লত বা কারণ:** বিধানের মূল কারণ বা 'ইল্লত' নির্ণয়ের পদ্ধতি এবং এর প্রকারভেদ নিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম আলোচনা করা হয়েছে।

৫. আনুষঙ্গিক ও পরিপূরক আলোচনা:
চারটি মূল দলিলের আলোচনার পর ইমাম বাযদাবী (রহ.) আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুক্ত করেছেন, যা উসুল শাস্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ:

- **ইস্তিহসান (الْاِسْتِحْسَانُ):** সূক্ষ্ম কিয়াস বা জনকল্যাণমূলক নীতি।

- **বয়ান বা ব্যাখ্যা (بَابُ الْبَيَانِ):** শরিয়তের হুকুম স্পষ্ট করার পদ্ধতি।
- **হুকুম রহিতকরণ (بَابُ النَّسْخِ):** নাসিখ ও মানসুখ বা রহিতকারী ও রহিত বিধানের আলোচনা।
- **পরস্পর বিরোধী দলিল ও তারজিহ (بَابُ التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ):** দুটি দলিলের মধ্যে সংঘর্ষ হলে কোনটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, তার নীতিমালা।

৬. আহলিয়াত বা যোগ্যতা বিষয়ক আলোচনা (بَحْثُ الْأَهْلِيَّةِ وَعَوَارِضِهَا):
কিতাবের শেষাংশে মানুষের দায়বদ্ধতা বা শরঈ বিধান পালনের যোগ্যতা (আহলিয়াত) এবং এর প্রতিবন্ধকতা (যেমন—পাগলামি, নিদ্রা, বাল্যকাল, জবরদস্তি ইত্যাদি) নিয়ে এক অনবদ্য আলোচনা করা হয়েছে। এই অংশটি হানাফি উসুলের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

উপসংহার:
পরিশেষে বলা যায়, 'উসুলুল বাযদাবী' কিতাবটি শরিয়তের মূলনীতি বা উসুলের এক বিশাল বিশ্বকোষ। ইমাম বাযদাবী (রহ.) এই গ্রন্থে কিতাবুল্লাহ থেকে শুরু করে কিয়াস এবং মানুষের আইনি যোগ্যতা পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়কে অত্যন্ত নিপুণভাবে সাজিয়েছেন। কিতাবটির এই সুশৃঙ্খল বিন্যাস বা আলোচ্য বিষয়ের ধারাবাহিকতাই একে হানাফি মাজহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কিতাবের মর্যাদা দান করেছে। শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য শরিয়তের গভীর জ্ঞান অর্জনে এই বিষয়গুলো অধ্যয়ন করা অপরিহার্য।

প্রশ্ন-৫: "উসূলে বাযদাবী" কিতাবের কোন বৈশিষ্ট্যগুলো এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মারাজি' (রেফারেন্স) গ্রন্থে পরিণত করেছে?
(ما هي مميزات كتاب "أصول البزدوي" التي جعلته مرجعاً هاماً؟)

উত্তর:

ভূমিকা:
ইসলামি আইনশাস্ত্রের মূলনীতি বা 'উসুলুল ফিকহ' বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে হানাফি মাজহাবের ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.) রচিত 'কানযুল উসুল' বা 'উসুলুল বাযদাবী' (أصول البزدوي) একটি ধ্রুবতারার ন্যায়। পঞ্চম হিজরি শতকে রচিত এই গ্রন্থটি হানাফি উসুলের গঠন ও বিন্যাসে এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে যে, পরবর্তী যুগের সকল ফকিহ ও গবেষক এটিকে প্রধান 'মাসদার' বা উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এর অনন্য লিখনশৈলী, বিষয়বস্তুর গভীরতা এবং দালিলিক নির্ভরযোগ্যতা এটিকে একটি অপরিহার্য রেফারেন্স গ্রন্থে পরিণত করেছে। নিম্নে এই কিতাবের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো।

'উসূলে বাযদাবী' কিতাবের অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১. ফকিহদের পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ (اِتِّبَاعُ طَرِيقَةِ الْفُقَهَاءِ):
এই কিতাবের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এটি 'তরিকাতুল ফুকাহা' বা ফকিহদের পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে রচিত। মুতাকাল্লিমিনগণ (যেমন শাফেয়ীগণ) আগে উসুল তৈরি করে পরে মাসআলা মেলাতেন। কিন্তু ইমাম বাযদাবী (রহ.) হানাফি ইমামদের ফতোয়া বা ফুরুআত থেকে গবেষণা করে উসুল বের করেছেন।

- **ফলাফল:** এর ফলে এই কিতাবের উসুলগুলো কাল্পনিক না হয়ে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত হয়েছে। একে বলা হয় **"ইস্তিখরাজুল উসুল মিনাল ফুরু"** (اِسْتِخْرَاجُ الْأُصُولِ مِنَ الْفُرُوعِ)।

২. বিষয়বস্তুর চমৎকার বিন্যাস (حُسْنُ التَّرْتِيبِ وَالتَّبْوِيبِ):
কিতাবটির বিন্যাসশৈলী অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। ইমাম বাযদাবী (রহ.) শরিয়তের চারটি মূল দলিল—কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস—কে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়েছেন।

- প্রথমে তিনি কিতাবুল্লাহর আলোচনা এনেছেন, কারণ এটিই মূল ভিত্তি। এরপর সুন্নাহ, তারপর ইজমা এবং শেষে কিয়াসের আলোচনা করেছেন।

- প্রতিটি অধ্যায়ের ভেতরে তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিষয়গুলো ভাগ করেছেন, যা ছাত্রদের জন্য অনুধাবন করা সহজ।

৩. ফিকহ ও উসূলের অপূর্ব সমন্বয় (الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَوَاعِدِ وَالْأَمْثِلَةِ):
'উসূলুল বাযদাবী' কেবল শুকনো নিয়মনীতির সমষ্টি নয়। ইমাম বাযদাবী (রহ.) প্রতিটি কিতাবি নিয়ম বা 'কায়েদা' বর্ণনা করার সাথে সাথে প্রচুর ফিকহী দৃষ্টান্ত বা 'নজির' পেশ করেছেন।

- উদাহরণস্বরূপ, 'আম' (ব্যাপক) শব্দের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি কুরআনের আয়াত এবং ফিকহী মাসআলা দিয়ে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। এতে করে উসূলের সাথে ফিকহের সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৪. ভ্রান্ত মতবাদের খণ্ডন ও মাজহাবের প্রতিরক্ষা (الرَّدُّ عَلَى الْمُخَالِفِينَ):
এই কিতাবটি হানাফি মাজহাবের একটি শক্তিশালী ঢাল। ইমাম বাযদাবী (রহ.) তাঁর কিতাবে মুতাজিলা, কারামিয়া এবং শাফেয়ী মাজহাবের উসূলগত মতভেদগুলো উল্লেখ করেছেন এবং অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে হানাফি মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

- তিনি প্রমাণ করেছেন যে, হানাফি মাজহাব রায় বা কিয়াসের ওপর নয়, বরং অকাট্য দলিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত।
- আরবিতে একে বলা হয় **"ইবতালু শুবহিল মুখালিফিন"** (إِبْطَالُ شُبَهِ الْمُخَالِفِينَ) বা বিরোধীদের সংশয় নিরসন।

৫. আহলিয়াত বা যোগ্যতার বিস্তারিত আলোচনা (تَفْصِيلُ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ):
হানাফি উসূলের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মানুষের আইনি দায়বদ্ধতা বা 'আহলিয়াত' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। ইমাম বাযদাবী (রহ.) তাঁর কিতাবের শেষাংশে মানুষের ওজরের কারণে বিধান কীভাবে পরিবর্তিত হয় (যেমন—পাগল, শিশু, বা জোরপূর্বক করানো কাজ), তা নিয়ে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন, তা অন্য কোনো মাজহাবের উসূলের কিতাবে সচরাচর দেখা যায় না।
৬. ইবারত বা ভাষার গাম্ভীর্য ও গভীরতা (جَزَالَةُ اللَّفْظِ وَعُمْقُ الْمَعْنَى):
এই কিতাবের ভাষা অত্যন্ত উচ্চমানের সাহিত্যিক ও গভীর অর্থবোধক। তিনি অল্প শব্দে বিশাল অর্থ প্রকাশ করেছেন।

- একে বলা হয় **"ইজাজ"** (إِيجَاز) বা সংক্ষিপ্ততা।

- যদিও এর ভাষা কিছুটা কঠিন, কিন্তু এই কাঠিন্যই প্রমাণ করে যে, এটি অগাধ পাণ্ডিত্যের ফসল। এ কারণেই পরবর্তী যুগে এর বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ বা 'শরাহ' (যেমন—কাশফুল আসরার) রচিত হয়েছে।

৭. পরবর্তী গ্রন্থাবলীর ভিত্তি (أَصْلُ الْكُتُبِ الْمُتَأَخِّرَةِ):
'উসুলুল বাযদাবী' রচনার পর হানাফি মাজহাবের উসুল শাস্ত্রের জগত পুরোপুরি এই কিতাবের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে রচিত বিখ্যাত কিতাব—'আল-মানার', 'নুরুল আনওয়ার', 'আত-তাওদিহ'—সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই কিতাব থেকে রসদ সংগ্রহ করেছে। হাজি খলিফা (রহ.) বলেন: "এটি এমন এক কিতাব যার বরকত ও উপকারিতা সর্বজনবিদিত।"

উপসংহার:
পরিশেষে বলা যায়, 'উসুলুল বাযদাবী' কিতাবটি হানাফি উসুল শাস্ত্রের মেরুদণ্ড। এর অভিনব পদ্ধতি, দালিলিক ভিত্তি, ফিকহি উদাহরণের সমাহার এবং বিরুদ্ধবাদীদের দাঁতভাঙা জবাব—এই বৈশিষ্ট্যগুলোই একে সাধারণ কিতাব থেকে পৃথক করে একটি কালজয়ী 'মারাজি' বা রেফারেন্স গ্রন্থে উন্নীত করেছে। হানাফি ফিকহ ও উসুল নিয়ে গবেষণা করতে চাইলে এই কিতাবটি উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। এটি একাধারে একটি পাঠ্যবই এবং গবেষণার আকরগ্রন্থ।

প্রশ্ন-৬: "উসূলে বাযদাবী" কিতাবের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থের (শরহ) নাম, তার রচয়িতা এবং তার যুগ উল্লেখ কর।

(اذكر اسم الشرح المشهور لكتاب "أصول البزدوي" ومؤلفه وعصره.)

উত্তর:

ভূমিকা:

হানাফি মাজহাবের উসুল শাস্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে গণ্য করা হয় ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.) রচিত 'উসুলুল বাযদাবী' গ্রন্থটিকে। এই কিতাবটি অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক ভাষা এবং সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর অর্থবোধক বাক্য বা 'ইজাজ' (إِيجَاز)-এর সমন্বয়ে রচিত। এর বিষয়বস্তু এতটাই গভীর যে, সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে ব্যাখ্যা বা 'শরাহ' ছাড়া এর মর্মার্থ অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ। তাই পরবর্তী যুগে বহু মনিষী এই কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে যে ব্যাখ্যাগ্রন্থটি সর্বাধিক জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে, তা উসুল শাস্ত্রের জগতে এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। নিম্নে সেই প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ, তার মহান রচয়িতা এবং তাঁর যুগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম (اِسْمُ الشَّرْحِ الْمَشْهُورِ):

'উসুলুল বাযদাবী'র অনেকগুলো ব্যাখ্যাগ্রন্থ বা শরাহ রয়েছে। কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে যে শরাহটি সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ, নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃত, তার নাম হলো "কাশফুল আসরার" (كَشْفُ الْأَسْرَارِ)।

- **পূর্ণ নাম:** কিতাবটির পূর্ণ নাম হলো **"কাশফুল আসরার আন উসুলি ফখরিল ইসলাম আল-বাযদাবী"** (كَشْفُ الْأَسْرَارِ عَنْ أُصُولِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ الْبَزْدَوِيِّ)।
- **নামের অর্থ:** 'কাশফ' শব্দের অর্থ উন্মোচন করা বা প্রকাশ করা। আর 'আসরার' শব্দটি 'সিররুন'-এর বহুবচন, যার অর্থ গোপন রহস্য বা নিগূঢ় তত্ত্ব। সুতরাং, 'কাশফুল আসরার' নামের অর্থ হলো— **"গোপন রহস্য বা তত্ত্বসমূহের উন্মোচনকারী"**।
- **তাৎপর্য:** যেহেতু মূল কিতাব 'উসুলুল বাযদাবী'র ভাষা ছিল অত্যন্ত সংকেতপূর্ণ এবং রহস্যময়, তাই এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি সেই রহস্যের পর্দা উন্মোচন করে বিষয়বস্তুকে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার করে দিয়েছে। এ কারণেই এর নাম রাখা হয়েছে 'কাশফুল আসরার'।

২. ব্যাখ্যাগ্রন্থের রচয়িতা বা শারিহ-এর পরিচয় (مُؤَلِّفُ الشَّرْحِ):

এই অমর ব্যাখ্যাগ্রন্থটির রচয়িতা হলেন হানাফি মাজহাবের অষ্টম শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইমাম ও গবেষক।

- **নাম ও উপনাম:** তাঁর নাম **আব্দুল আজিজ** (عَبْدُ الْعَزِيزِ)। উপাধি বা লকব হলো **'আলাউদ্দিন'** (عَلَاءُ الدِّينِ) বা দ্বীনের উচ্চতা। তিনি **'ইমাম বুখারি'** নামেও পরিচিত, তবে তিনি হাদিস শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম বুখারি নন, বরং তিনি হলেন পরবর্তী যুগের উসুলবিদ ইমাম বুখারি।
- **পিতার নাম:** তাঁর পিতার নাম আহমদ।
- **পূর্ণ নাম ও বংশধারা:** শায়খুল ইমাম আলাউদ্দিন আব্দুল আজিজ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-বুখারি (রহ.)।
- **উপাধি:** অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে সমসাময়িক আলেমগণ তাঁকে **'মালিকুল উলামা'** (مَلِكُ الْعُلَمَاءِ) বা আলেমদের বাদশাহ এবং **'মুহাক্কিক'** (গবেষক) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

৩. রচয়িতার যুগ বা কাল (عَصْرُ الْمُؤَلِّفِ):

ইমাম আলাউদ্দিন আল-বুখারি (রহ.) হিজরি সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ এবং অষ্টম শতাব্দীর শুরুর দিকে জীবিত ছিলেন। এই সময়টি ছিল ইসলামি ফিকহ ও উসুল শাস্ত্রের পরিপক্কতা লাভের যুগ।

- **জন্ম:** তাঁর সঠিক জন্ম তারিখ জানা না গেলেও তিনি সপ্তম হিজরি শতকের মাঝামাঝি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন।
- ইন্তেকাল: তিনি ৭৩০ হিজরি (৭৩০ হি.) সনে ইন্তেকাল করেন।

আরবি উদ্ধৃতি:

"تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ (٧٣٠) مِنَ الْهِجْرَةِ بِبُخَارَى."

(তিনি ৭৩০ হিজরি সনে বুখারা নগরীতে ইন্তেকাল করেন।)

- **যুগ:** তাঁর যুগটি ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের যুগ। বিশেষ করে মধ্য এশিয়া বা বোখারা তখন হানাফি ফিকহ চর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল। তিনি সেই সোনালী যুগের একজন প্রতিনিধি।

'কাশফুল আসরার' গ্রন্থের গুরুত্ব:

ইমাম আলাউদ্দিন আল-বুখারি (রহ.) রচিত এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি কেন এত বিখ্যাত, তার পেছনে কিছু কারণ রয়েছে:

- **মূলভাবের প্রতিফলন:** বলা হয়ে থাকে যে, এই শরাহটি না থাকলে 'উসুলুল বাযদাবী'র অনেক অংশ আজও দুর্বোধ্য থেকে যেত। তিনি গ্রন্থকারের মনের ভাবকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

- **দলিল ও উদাহরণের সমাহার:** তিনি প্রতিটি উসুল ব্যাখ্যা করার সময় প্রচুর ফিকহী মাসআলা এবং যৌক্তিক দলিল উপস্থাপন করেছেন।
- **তুলনামূলক আলোচনা:** তিনি কেবল ব্যাখ্যাই করেননি, বরং শাফেয়ী ও অন্যান্য মাজহাবের সাথে হানাফিদের মতপার্থক্যগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং হানাফি মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.)-এর 'উসূলুল বাযদাবী' যদি হয় গুপ্তধনের ভাণ্ডার, তবে ইমাম আলাউদ্দিন আল-বুখারি (রহ.)-এর 'কাশফুল আসরার' হলো সেই ভাণ্ডারের চাবিকাঠি। ৭৩০ হিজরি সনে ইন্তেকালকারী এই মহান ইমাম তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ মেধা দিয়ে এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি রচনা করেছেন। হানাফি মাদরাসাগুলোতে আজও উচ্চতর গবেষণার জন্য 'কাশফুল আসরার'কে অপরিহার্য এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী কিতাব হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রশ্ন-৭: এই কিতাবের উপর কি কোনো প্রসিদ্ধ টীকাগ্রন্থ (হাশিয়া) বা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ (মুখতাসার) রয়েছে? একটি উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ কর।
(هل هناك كتب حواشي أو مختصرات مشهورة على هذا الكتاب؟ اذكر واحدا مثالا.)

উত্তর:

ভূমিকা:
হানাফি উসুল শাস্ত্রের জগতে 'উসুলুল বাযদাবী' একটি বটবৃক্ষের মতো, যার ছায়াতলে পরবর্তী যুগের সকল হানাফি ফকিহ আশ্রয় নিয়েছেন। ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.)-এর এই কিতাবটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর হওয়ায়, পরবর্তী যুগের অনেক ইমাম সাধারণ শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এর সারসংক্ষেপ বা 'মুখতাসার' রচনা করেছেন। আবার কেউ কেউ এর জটিল স্থানগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য টীকা বা 'হাশিয়া' লিখেছেন। এই সংক্ষিপ্তসারগুলোর মধ্যে একটি গ্রন্থ এতটাই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, তা নিজেই একটি স্বতন্ত্র পাঠ্যবই হিসেবে মাদরাসাগুলোতে পঠিত হয়ে আসছে।

'উসূলে বাযদাবী'-এর প্রসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ (আল-মুখতাসার):
'উসুলুল বাযদাবী'র বেশ কয়েকটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বা মুখতাসার রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং জনপ্রিয় গ্রন্থটি হলো **"আল-মানার"** বা **"মানারুল আনওয়ার"**।

১. কিতাবের নাম (اِسْمُ الْكِتَابِ):
গ্রন্থটির পূর্ণ নাম হলো "মানারুল আনওয়ার ফি উসুলিল ফিকহ" (مَنَارُ الْأَنْوَارِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ)। তবে এটি "আল-মানার" (الْمَنَارُ) নামেই সর্বাধিক পরিচিত।

- **অর্থ:** 'মানার' অর্থ বাতিঘর বা আলোকস্তম্ভ এবং 'আনওয়ার' হলো 'নূর' বা আলোর বহুবচন। অর্থাৎ, ফিকহী উসুলের আলোর মিনার।

২. রচয়িতার নাম ও পরিচয় (مُؤَلِّفُ الْكِتَابِ):
এই অমর গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন হিজরি সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ হানাফি ফকিহ ও মুফাসসির।

- **নাম:** আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ।
- **উপাধি:** হাফিজুদ্দিন (দ্বীনের সংরক্ষণকারী) ও আবুল বারাকাত।

- **প্রসিদ্ধ নাম: ইমাম নাসাফী** (রহ.)। তিনি তাফসিরে মাদারিক এবং কানযুদ দাকায়েকেরও রচয়িতা।
- **ইন্তেকাল:** তিনি ৭১০ হিজরি (৭১০ হি.) সনে ইন্তেকাল করেন।

৩. উসুলুল বাযদাবীর সাথে সম্পর্ক:
ইমাম নাসাফী (রহ.) তাঁর এই 'আল-মানার' গ্রন্থে মূলত 'উসুলুল বাযদাবী' এবং 'উসুলুস সারাখসি'-এর নির্যাস একত্রিত করেছেন।

- তিনি ইমাম বাযদাবীর দীর্ঘ আলোচনা ও জটিল বাক্যগুলোকে অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।
- হানাফি মাদরাসাগুলোর পাঠ্যসূচিতে (যেমন—নুরুল আনওয়ার কিতাবটি আল-মানারেরই ব্যাখ্যাগ্রন্থ) এটি ব্যাপক জনপ্রিয়। বলা হয়ে থাকে, 'আল-মানার' হলো 'উসুলুল বাযদাবী'র একটি পরিমার্জিত ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

অন্যান্য উদাহরণ (প্রাসঙ্গিক):
এছাড়াও "আল-মুনতাখাব" (যা 'হুসামি' নামে পরিচিত) গ্রন্থটি আখসিকাসি (রহ.) রচনা করেছেন, যা অনেকাংশে বাযদাবীর উসুলের ওপর ভিত্তি করে রচিত একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। তবে 'আল-মানার' সরাসরি বাযদাবীর সারসংক্ষেপ হিসেবে অধিক স্বীকৃত।

উপসংহার:
পরিশেষে বলা যায়, ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর জ্ঞানভাণ্ডারকে সহজবোধ্য করার জন্য ইমাম নাসাফী (রহ.)-এর "আল-মানার" গ্রন্থটি একটি অনবদ্য অবদান। এটি 'উসুলুল বাযদাবী'র বিষয়বস্তুকে সংক্ষিপ্ত আকারে ধারণ করে শিক্ষার্থীদের জন্য উসুল শাস্ত্রের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তাই হানাফি উসুলের ইতিহাসে 'উসুলুল বাযদাবী' যদি হয় মূল শিকড়, তবে 'আল-মানার' হলো তার সুমিষ্ট ফল।

প্রশ্ন-৮: সংক্ষেপে "উসূলে বাযদাবী" এবং হানাফী মাযহাবের অন্য একটি উসূলুল ফিকহের কিতাবের মধ্যে তুলনা কর। (وكتاب "أصول البزدوي" قارن بين أصولي آخر من كتب الحنفية باختصار.)

উত্তর:

ভূমিকা:

হানাফি উসুল শাস্ত্রের আকাশে দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হলো 'উসুলুল বাযদাবী' এবং 'উসুলুস সারাখসি'। এই দুটি গ্রন্থকে হানাফি উসুলের মূল স্তম্ভ বা 'আল-উসুলান' (দুইটি মূলনীতি গ্রন্থ) বলা হয়। উভয় গ্রন্থই হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত এবং উভয় প্রণেতাই ছিলেন সমসাময়িক মহান ইমাম। তথাপি রচনাশৈলী, বিন্যাস পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় এই দুটি কিতাবের মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য ও স্বকীয়তা বিদ্যমান। নিম্নে 'উসুলুল বাযদাবী' এবং হানাফি মাজহাবের অপর বিখ্যাত কিতাব 'উসুলুস সারাখসি'-এর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

তুলনার বিষয়বস্তু:

তুলনার সুবিধার জন্য আমরা হানাফি মাজহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইমাম, শামসুল আইম্মা আল-সারাখসি (রহ.) রচিত "উসুলুস সারাখসি" (أُصُولُ السَّرَخْسِيِّ) কিতাবটিকে বেছে নিয়েছি।

১. রচয়িতা ও যুগ (الْمُؤَلِّفُ وَالْعَصْرُ):

- **উসুলুল বাযদাবী:** এর রচয়িতা ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.)। তিনি ৪৮২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।
- **উসুলুস সারাখসি:** এর রচয়িতা শামসুল আইম্মা আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আল-সারাখসি (রহ.)। তিনি ৪৮৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।
- **তুলনা:** তাঁরা উভয়েই একই যুগের (পঞ্চম হিজরি) এবং একই অঞ্চলের (মা-ওয়ারান নাহার) আলেম ছিলেন। উভয়েই হানাফি মাজহাবের 'আসহাবুত তারজিহ' স্তরের ইমাম।

২. রচনাশৈলী বা লিখন পদ্ধতি (الْأُسْلُوبُ):

এই দুটি কিতাবের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো এদের রচনাশৈলীতে।

- **উসুলুল বাযদাবী:** ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর লিখনশৈলী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং ইঙ্গিতপূর্ণ। আরবিতে একে **'ইজাজ'** (إِيجَاز) বা সংক্ষিপ্ততা বলা হয়।

তাঁর বাক্যগুলো ছোট কিন্তু অর্থের গভীরতা অনেক বেশি। এজন্য এই কিতাব বুঝতে হলে গভীর মনোযোগ এবং ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। তাঁর উপনাম 'আবুল উসর' (কঠিন বা সংকীর্ণতার পিতা) তাঁর কিতাবের এই কঠিন শৈলীর সাথে মানানসই।

- **উসুলুস সারাখসি:** পক্ষান্তরে ইমাম সারাখসি (রহ.)-এর লিখনশৈলী হলো **'ইতনাব'** (إِطْنَاب) বা বিস্তারিত ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। তিনি কোনো বিষয় আলোচনা করলে তা খোলামেলাভাবে বুঝিয়ে বলেন। তাঁর ভাষা তুলনামূলক সহজ এবং সাবলীল। তিনি জেলখানায় বন্দী অবস্থায় স্মৃতি থেকে এই বিশাল গ্রন্থটি লিখিয়েছিলেন (ইমলা), যা তাঁর প্রখর মেধার সাক্ষ্য দেয়।

৩. বিন্যাস ও অধ্যায় বিভাজন (الرَّتِيبُ وَالتَّبْوِيبُ):

- **উসুলুল বাযদাবী:** ইমাম বাযদাবী (রহ.) তাঁর কিতাবকে অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে সাজিয়েছেন। বিশেষ করে কিতাবের শেষাংশে **'আহলিয়াত'** (যোগ্যতা) ও এর প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক অধ্যায়টি তিনি যেভাবে বিন্যস্ত করেছেন, তা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও বৈজ্ঞানিক।
- **উসুলুস সারাখসি:** ইমাম সারাখসি (রহ.)-এর বিন্যাস পদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন। তিনি অনেক ক্ষেত্রে মূলনীতির সাথে প্রচুর উদাহরণ বা 'ফুরু' (শাখা মাসআলা) যুক্ত করে দিয়েছেন, যাতে আলোচনা কিছুটা দীর্ঘ হয়ে গেছে। তবে তাঁর উদাহরণগুলো গবেষকদের জন্য অমূল্য সম্পদ।

৪. বিষয়বস্তুর গভীরতা ও লক্ষ্য (الْعُمْقُ وَالْهَدَفُ):

- **উসুলুল বাযদাবী:** এই কিতাবে ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর মূল লক্ষ্য ছিল হানাফি মাজহাবের উসুলগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং বিরোধীদের (বিশেষ করে শাফেয়ী ও মুতাজিলা) যুক্তি খণ্ডন করা। তিনি বিতর্কমূলক বা 'জাদালি' পদ্ধতি বেশি ব্যবহার করেছেন।
- **উসুলুস সারাখসি:** ইমাম সারাখসি (রহ.)-এর লক্ষ্য ছিল ফিকহী মাসআলাগুলো কীভাবে উসুল থেকে নির্গত হয়েছে, তা হাতে-কলমে দেখানো। তিনি ফিকহ ও উসুলের প্রায়োগিক দিকের ওপর বেশি জোর দিয়েছেন।

৫. পরবর্তী যুগে গ্রহণযোগ্যতা (الْقَبُولُ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ):

- **উসুলুল বাযদাবী:** মাদরাসাগুলোর পাঠ্যসূচিতে বা 'দরসে নিজামি'-তে পাঠ্যবই হিসেবে 'উসুলুল বাযদাবী' বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত শৈলী ছাত্রদের মেধা শানিত করার জন্য উপযোগী। এর বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে।
- **উসুলুস সারাখসি:** এটি মূলত রেফারেন্স বা গবেষণা গ্রন্থ হিসেবে অধিক সমাদৃত। মুফতি ও ফকিহগণ জটিল মাসআলার সমাধানের জন্য এই কিতাবের শরণাপন্ন হন।

এক নজরে তুলনামূলক ছক:

বিষয়	উসুলুল বাযদাবী	উসুলুস সারাখসি
রচয়িতা	ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী	শামসুল আইম্মা আল-সারাখসি
ভাষা-শৈলী	সংক্ষিপ্ত ও কঠিন (ইজাজ)	বিস্তারিত ও সহজবোধ্য (ইতনাব)
প্রধান বৈশিষ্ট্য	তাত্ত্বিক বিতর্ক ও নিয়ম প্রতিষ্ঠা	প্রচুর উদাহরণ ও প্রায়োগিক ব্যাখ্যা
জনপ্রিয়তা	পাঠ্যবই হিসেবে অধিক জনপ্রিয়	রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে অধিক জনপ্রিয়

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'উসুলুল বাযদাবী' এবং 'উসুলুস সারাখসি' হানাফি মাজহাবের দুটি ডানা সদৃশ। একটি ছাড়া অন্যটি অসম্পূর্ণ। ইমাম বাযদাবী (রহ.) উসুল শাস্ত্রকে দিয়েছেন একটি শক্ত কাঠামো, আর ইমাম সারাখসি (রহ.) দিয়েছেন তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ। হানাফি ফিকহ ও উসুলের ওপর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে চাইলে এই দুটি কিতাব অধ্যয়ন করা অপরিহার্য। তবে সংক্ষিপ্ততা ও দার্শনিক গভীরতার কারণে 'উসুলুল বাযদাবী' পাঠ্যবই হিসেবে সামান্য এগিয়ে আছে।

প্রশ্ন-৯: ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর পদ্ধতির উপর কী কী সমালোচনা উত্থাপিত হয়েছে?

(ما هي الانتقادات التي وُجّهت إلى منهج الإمام البزدوي في هذا الكتاب؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

হানাফি উসুল শাস্ত্রের ইতিহাসে ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.) রচিত 'কানযুল উসুল' বা 'উসুলুল বাযদাবী' একটি কালজয়ী গ্রন্থ। এই কিতাবটি হানাফি ফিকহের ভিত্তি মজবুত করতে যে অবদান রেখেছে, তা অনস্বীকার্য। তা সত্ত্বেও, মানুষের রচিত কোনো কর্মই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। বিদগ্ধ আলেম সমাজ ও গবেষকগণ এই মহান গ্রন্থটির কিছু পদ্ধতিগত দিক নিয়ে সমালোচনা বা পর্যালোচনা করেছেন। এই সমালোচনাগুলো মূলত কিতাবের লিখনশৈলী এবং বিষয়বস্তু উপস্থাপনের পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত। নিম্নে ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর পদ্ধতির ওপর উত্থাপিত প্রধান সমালোচনাগুলো আলোচনা করা হলো।

ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর পদ্ধতির ওপর উত্থাপিত সমালোচনা:

১. অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা (الْغُمُوضُ وَالْإِغْلَاقُ):

ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর কিতাবের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যে অভিযোগ বা সমালোচনাটি পাওয়া যায়, তা হলো এর দুর্বোধ্যতা।

- **সংক্ষিপ্ততা:** তিনি কিতাবটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাষায় বা **'ইজাজ'** (إِيجَاز) পদ্ধতিতে রচনা করেছেন। তিনি অল্প শব্দে এত গভীর ও ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে, তা সাধারণ পাঠকের জন্য 'মুগলাক' বা তালাবদ্ধ হয়ে গেছে।
- **সমালোচনার স্বরূপ:** সমালোচকরা বলেন, তাঁর এই অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ততা অনেক ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুকে অস্পষ্ট করে ফেলেছে। ব্যাখ্যাগ্রন্থ বা 'শরাহ' এবং দক্ষ উস্তাদ ছাড়া এই কিতাবের মর্মার্থ উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব। এ কারণেই তাঁর উপনাম হয়েছিল **'আবুল উসর'** (أَبُو الْعُسْرِ) বা কঠিনের পিতা।

২. উসুলকে ফুরুর অনুগত করা (إِخْضَاعُ الْأُصُولِ لِلْفُرُوعِ):

উসুল রচনার ক্ষেত্রে মুতাকাল্লিমিন (শাফেয়ী) এবং ফুকাহা (হানাফি)—এই দুই দলের পদ্ধতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। শাফেয়ী বা মুতাকাল্লিমিনদের

অভিযোগ হলো, ইমাম বাযদাবী (রহ.) উসুল বা মূলনীতিকে ফিকহী মাসআলা বা ফুরুর অনুগত করেছেন।

- **যুক্তি:** নিয়ম অনুযায়ী উসুল হবে মানদণ্ড, আর ফিকহ হবে তার ফসল। কিন্তু ইমাম বাযদাবী যেহেতু **'ইস্তিখরাজুল উসুল মিনাল ফুরু'** (শাখা থেকে মূলনীতি বের করা) পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, তাই সমালোচকরা বলেন, তিনি মাজহাব রক্ষার জন্য অনেক সময় কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা দিয়ে উসুল দাঁড় করিয়েছেন। তারা মনে করেন, এতে উসুলের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হয়েছে।

৩. জটিল বাক্যবিন্যাস ও তাত্ত্বিক আলোচনা (التَّعْقِيدُ اللَّفْظِيُّ وَالْمَعْنَوِيُّ):

ইমাম বাযদাবী (রহ.) তাঁর কিতাবে ফিকহী আলোচনার পাশাপাশি কালাম শাস্ত্র বা ধর্মতত্ত্বের জটিল পরিভাষা ব্যবহার করেছেন।

- **সমালোচনার বিষয়:** তিনি অনেক জায়গায় এমন সব দার্শনিক ও মানতিকি (যুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত) পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, যা ফিকহের ছাত্রদের জন্য বোঝা কঠিন। তাঁর বাক্যবিন্যাস বা 'ইবারত' অত্যন্ত প্যাঁচানো। সহজ কথাকেও তিনি অনেক সময় কঠিনভাবে উপস্থাপন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

৪. অতিরিক্ত বিতর্ক ও খণ্ডন (كَثْرَةُ الْجَدَلِ وَالرَّدِّ):

কিতাবটির আরেকটি সমালোচিত দিক হলো এতে অতিরিক্ত মাত্রায় 'মুনাজারা' বা বিতর্ক স্থান পেয়েছে।

- **বিষয়বস্তু:** ইমাম বাযদাবী (রহ.) হানাফি মাজহাব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুতাজিলা, শাফেয়ী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতবাদ খণ্ডন করতে গিয়ে দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করেছেন।
- **সমালোচকদের মত:** সমালোচকরা মনে করেন, এই অতিরিক্ত বিতর্কের কারণে কিতাবের মূল উদ্দেশ্য তথা 'উসুল শিক্ষা' অনেক সময় গৌণ হয়ে পড়েছে। ছাত্ররা উসুলের মূল পাঠ বাদ দিয়ে দলিল-পাল্টা দলিলের বেড়াজালে আটকে পড়ে। এটি কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি করেছে এবং বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতায় ছেদ ঘটিয়েছে।

৫. হাদিসের সনদের ব্যাপারে শিথিলতা (التَّسَاهُلُ فِي الْحَدِيثِ):

যদিও ইমাম বাযদাবী (রহ.) মুহাদ্দিস ছিলেন, তথাপি উসুলবিদ হিসেবে তিনি অনেক ক্ষেত্রে এমন হাদিস বা আছার দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যা মুহাদ্দিসদের নীতিতে 'দুর্বল' বা 'জয়িফ' হিসেবে গণ্য হতে পারে।

- **কারণ:** হানাফি নীতিতে ফকিহ সাহাবীর মুরসাল হাদিস বা দুর্বল হাদিসও কিয়াসের ওপর প্রাধান্য পায়। কিন্তু শাফেয়ী বা মুহাদ্দিসগণ এই পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন। তারা বলেন, উসুল প্রমাণের জন্য কেবল 'সহিহ' বা বিশুদ্ধ হাদিসই ব্যবহার করা উচিত ছিল।

সমালোচনার যথার্থতা বিচার:

যদিও ওপরের সমালোচনাগুলো যুক্তিসঙ্গত মনে হতে পারে, তথাপি হানাফি আলেমগণ এর সদুত্তর দিয়েছেন।

- **দুর্বোধ্যতার জবাব:** তারা বলেন, এই দুর্বোধ্যতাই ছাত্রদের গবেষণার স্পৃহা জাগিয়ে তোলে।
- **পদ্ধতির জবাব:** 'ফুরু' থেকে 'উসুল' বের করা কোনো দোষণীয় বিষয় নয়, বরং এটিই বাস্তবসম্মত পদ্ধতি। কারণ, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কুরআন-সুন্নাহ মেনেই ফতোয়া দিয়েছেন, তাই তাঁর ফতোয়া বিশ্লেষণ করলে সঠিক উসুলই বেরিয়ে আসবে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.)-এর কিতাবের ওপর যে সমালোচনাগুলো করা হয়, তা মূলত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থেকে সৃষ্ট। তাঁর সংক্ষিপ্ত ও কঠিন ভাষা হয়তো সাধারণের জন্য প্রতিবন্ধক, কিন্তু বোদ্ধা মহলের জন্য তা জ্ঞানের সাগর। সমালোচকদের মতে কিতাবটি কঠিন হলেও, এর গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা বিন্দুমাত্র কমেনি। বরং এই কাঠিন্য জয় করার জন্যই পরবর্তী যুগে 'কাশফুল আসরার'-এর মতো চমৎকার ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে, যা হানাফি উসুল শাস্ত্রকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

প্রশ্ন-১০: ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে "উসূলে বাযদাবী" কিতাবের ব্যাপকতা ব্যাখ্যা কর এবং এর নির্ভরতার কারণ কী?

(بيّن مدى انتشار كتاب "أصول البزدوي" في المدارس الإسلامية وما هو سبب اعتماده؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থায়, বিশেষ করে হানাফি ফিকহ চর্চার কেন্দ্রগুলোতে যে কয়টি কিতাব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাঠ্যসূচির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিরাজ করছে, ইমাম ফখরুল ইসলাম আল-বাযদাবী (রহ.) রচিত 'কানজুল উসুল' বা 'উসুলুল বাযদাবী' সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। পঞ্চম হিজরি শতক থেকে শুরু করে বর্তমান একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই কিতাবের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বিন্দুমাত্র কমেনি। প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য—যেখানেই হানাফি মাজহাবের চর্চা আছে, সেখানেই এই কিতাবের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এটি কেবল একটি বই নয়, বরং হানাফি উসুলের এক প্রামাণ্য দলিল। নিম্নে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এর ব্যাপকতা এবং এর ওপর নির্ভর করার কারণসমূহ আলোচনা করা হলো।

১. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'উসূলুল বাযদাবী'র ব্যাপকতা (مَدَى انْتِشَارِ الْكِتَابِ):

'উসূলুল বাযদাবী' কিতাবটি রচনার পর থেকেই ইলমি জগতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এর ব্যাপকতা কয়েকটি দিক থেকে বিবেচনা করা যায়:

- **দরসে নিজামির অবিচ্ছেদ্য অংশ:** ভারত উপমহাদেশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কওমি ও আলিয়া মাদরাসাগুলোতে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী পাঠ্যক্রম **'দরসে নিজামি'**-তে (Dars-e-Nizami) উসুল শাস্ত্রের উচ্চতর স্তরের জন্য এই কিতাবটি নির্ধারিত। কামিল বা দাওরায়ে হাদিস স্তরের ছাত্রদের জন্য এটি একটি আবশ্যিক পাঠ্য।
- **মধ্য এশিয়ার ইলমি কেন্দ্র:** ইমাম বাযদাবী (রহ.)-এর জন্মস্থান মধ্য এশিয়া বা 'মা-ওয়ারান নাহার' (ট্রান্সঅক্সিয়ানা) অঞ্চলের মাদরাসাগুলোতে এটি উসুল শিক্ষার প্রধান ভিত্তি হিসেবে শত শত বছর ধরে পঠিত হয়ে আসছে। বুখারা ও সমরকন্দের ইলমি হালকায় এই কিতাব ছাড়া উসুল শিক্ষা অপূর্ণ মনে করা হতো।
- **আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা:** মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, তুরস্কের দিয়ানেত এবং শামের মাদরাসাগুলোতে হানাফি মাজহাবের ছাত্রদের জন্য

এটি একটি অপরিহার্য রেফারেন্স বুক। হাজি খলিফা (রহ.) বলেন, **"হানাফি মাশায়েখগণ এই কিতাবের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তেন এবং এটি মুখস্থ ও ব্যাখ্যা করার জন্য প্রতিযোগিতা করতেন।"**

২. এই কিতাবের ওপর নির্ভরতার কারণ (أَسْبَابُ الْإِعْتِمَادِ عَلَيْهِ):

কেন যুগ যুগ ধরে আলেম সমাজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এই কিতাবকেই তাদের প্রধান অবলম্বন হিসেবে বেছে নিয়েছে, তার পেছনে রয়েছে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট ও যৌক্তিক কারণ:

- **ক. ফকিহদের পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ দলিল (طَرِيقَةُ الْفُقَهَاءِ):**

অধিকাংশ উসুলের কিতাব মুতাকাল্লিমিন বা তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে রচিত, যা অনেক সময় বাস্তব ফিকহ থেকে দূরে সরে যায়। কিন্তু 'উসুলুল বাযদাবী' রচিত হয়েছে 'তরিকাতুল ফুকাহা' বা ফকিহদের বাস্তবসম্মত পদ্ধতিতে। এখানে ফিকহী মাসআলা থেকে গবেষণা করে উসুল বের করা হয়েছে। ছাত্রদের ফিকহী মেধা শানিত করার জন্য এই পদ্ধতিটিই সবচেয়ে কার্যকর।

- **খ. মাজহাবের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠা (تَأْصِيلُ الْمَذْهَبِ):**

বিরোধীরা হানাফি মাজহাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করত যে, এটি নিছক কিয়াস নির্ভর। ইমাম বাযদাবী (রহ.) এই কিতাবে প্রমাণ করেছেন যে, হানাফি উসুলগুলো সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলিল থেকে উৎসারিত। এই দালিলিক ভিত্তি হানাফি মাদরাসাগুলোর আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করেছে।

- **গ. বিষয়বস্তুর পূর্ণাঙ্গতা (شُمُولِيَّةُ الْمَوْضُوعَاتِ):**

এই কিতাবে শরিয়তের চারটি মূল দলিল (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস) ছাড়াও ইসতিহসান, উরফ এবং বিশেষ করে 'আহলিয়াত' (আইনি যোগ্যতা) ও তার প্রতিবন্ধকতা নিয়ে যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তা অন্য কিতাবে বিরল। এই পূর্ণাঙ্গতাই একে নির্ভরতার শীর্ষে রেখেছে।

- **ঘ. বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্ক ও সমাধান (الْحُجَجُ الْعَقْلِيَّةُ):**

শিক্ষার্থীদের মধ্যে যুক্তিবাদী মনন তৈরি করার জন্য এই কিতাবে মুতাজিলা ও শাফেয়ী মতবাদের খণ্ডন এবং হানাফি মতের পক্ষে শক্তিশালী যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি ছাত্রদের 'মুনাজারা' বা বিতর্কে পারদর্শী করে তোলে।

- **ঙ. ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রাচুর্য (كَثْرَةُ الشُّرُوحِ):**

কোনো কিতাবের ওপর যখন অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ বা 'শরাহ' লেখা হয়, তখন বোঝা যায় সেটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। 'কাশফুল আসরার'-সহ এই কিতাবের অসংখ্য শরাহ

ও হাশিয়া থাকায় শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য এর বিষয়বস্তু বোঝা ও বোঝানো সহজ হয়েছে।

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, 'উসুলুল বাযদাবী' হানাফি মাজহাবের শিক্ষাব্যবস্থায় এক ধ্রুবতারার মতো। এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মূল কারণ হলো এর অনন্য বৈশিষ্ট্য, বাস্তবসম্মত পদ্ধতি এবং মাজহাবের প্রতিরক্ষায় এর আপোষহীন ভূমিকা। এটি কেবল অতীতের কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নয়, বরং বর্তমান সময়ের জটিল ফিকহী সমস্যা সমাধানের জন্যও আলেমদের নিকট এটি একটি জীবন্ত ও নির্ভরযোগ্য নির্দেশিকা। এ কারণেই হাজার বছর পরেও মাদরাসাগুলোর পাঠ্যসূচিতে এর অবস্থান অটুট ও অক্ষুণ্ন রয়েছে।